বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার
Bangladesh Urban Forum Newsletter

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক

সংখ্যা ১, বর্ষ ৩, মার্চ ২০১৪ • ফাল্গুন ১৪২০

ফোরাম সচিবালয় থেকে

সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম থিমেটিক ক্লাষ্টারসমূহে অংশগ্রহনকারী সকল সংগঠনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বাংলাদেশ আরবান ফোরামের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অংশ হিসেবে ৮টি থিমেটিক ক্লাষ্টার নির্ধারণ করে আরবান সেক্টরের স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পছন্দ মাফিক ক্লাষ্টার গঠনের জন্য গত ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে ৪ দিনে ৮টি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভা থেকে ৮টি ক্লাস্টারের জন্য ৮টি সংগঠনকে চেয়ার এবং ১৬টি সংগঠনকে কো-চেয়ার হিসেবে সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত সংগঠনসমূহের তালিকা নিচে দেওয়া হল। নির্বাচিত ক্লাস্টার চেয়ার এবং কো-চেয়ার সংগঠনসমূহকে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

'সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর' এই প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবার অংশগ্রহণে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম বাংলাদেশের সামগ্রিক নগরায়ন ধারা সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করতে পারবে বলে আমাদের সবার বিশ্বাস।

সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ২য় সম্মেলন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আগামী মে মাসে আয়োজন করার জন্য সচিবালয় কাজ করছে এবং সবার সহযোগিতা কামনা করছে। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আশা করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রথম সম্মেলনের মত দ্বিতীয় সম্মেলনও সবার আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাবে।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা।

২য় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
? মে, ২০১৪

বিস্তারিত তারিখ এবং কর্মসূচি জানতে ভিজিট করুন
www.bufbd.org
www.facebook.com/BangladeshUrbanForum

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় এর পূর্ণাঙ্গ কার্যালয় আইডিবি ভবন হতে আগারগাঁও স্থ এলজিইডি ঢাকা জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৬২ পশ্চিম আগাঁরগাও, ঢাকা-৯২০৭) ভবনের ৯০ তলায় স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে।

বালাদেশ আরবান ফোরাম থিমেটিক ক্লাষ্টার গঠন : ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪

আরো ছবি দেখতে ভিজিট করুন
www.facebook.com/BangladeshUrbanForum/photos_albums

বিইউএফ থিমেটিক ক্লাষ্টার গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারী-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নির্বাচিত ক্লাষ্টার চেয়ার এবং কো-চেয়ার সংগঠনসমূহের তালিকা

চেয়ার	কো-চেয়ার
ডিএফআইডি	• ইউএনডিপি • কেয়ার-বাংলাদেশ
ইউএন-হ্যাবিটাট বাংলাদেশ	• ওয়াটারএইড • ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স	• ওয়ার্ল্ড ব্যাংক • নগর গবেষণা কেন্দ্র ,ঢাকা
ব্র্যাক	• ইউএনডিপি • কেয়ার-বাংলাদেশ
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	• ব্র্যাক • মানবিক সাহায্য সংস্থা
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট	• রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব বারিধারা • এ্যাসিটেন্স ফর স্লাম ডুয়েলার্স
ইউএনডিপি	• নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর • বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স
ইউনিসেফ	• সেভ দি চিলড্রেন • ব্র্যাক

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার
সংখ্যা ১, বর্ষ ৩, মার্চ ২০১৪। ফাল্গুন ১৪২০

১
ফোরাম সচিবালয় থেকে
বিইউএফ থিমেটিক ক্লাষ্টার চেয়ার এবং কো-চেয়ার সংগঠনসমূহের তালিকা

২
ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো অ্যাপস তৈরির উৎসব
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে ওয়েব সাইট চালু

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের জিন্দা পার্ক রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান
প্রাণ ফিরে পেল লক্ষীপুরের শিশুপার্ক ঃ শিশুদের উচ্ছ্বাস ও কাল-কাকলিতে মুখর

৩
হাইকোর্টের রুল ঃ প্লাস্টিকের বোতল উৎপাদন বন্ধে কেন নির্দেশ নয়
পরিবেশদূষণের দায়ে চট্টগ্রামে ৮ কারখানাকে জরিমানা
বই পরিচিতি জনস্বাস্থ্য সবার উপরে
বুয়েটে 'মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক কর্মশালা ঃ
পয়ঃনিষ্কাশন সাফল্যের অন্তরায় মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব

৪
বিইউআরআই/পিপিআরসি আরবান ডায়ালগ
ইউপিপিআর ও কোকা-কোলার উদ্যোগে প্রকল্প উদ্বোধন
বাড়ি বানানোর নিয়ম

৫
চার হাজার ভবনের ৬০টি পুরোপুরি অনুমোদনহীন
পৌরসভা এবং নগর পরিকল্পনাবিদ: সম্ভাবনা ও অন্তরায়

৬
সিলেটে যানজট কমাতে রিকশা লেন
পদচারী সেতুতে (ফুটওভারব্রিজ) চলন্ত সিঁড়ি স্থাপনের কাজ শুরু

পতেঙ্গার পারে উপশহর গড়ে তোলা হবে : গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী
চট্টগ্রাম নগরে ১৫ হাজার নম্বরবিহীন অটোরিকশ

৭
শ্রীমঙ্গল পৌরসভার উদ্যোগে সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস পালন
একশনএইড বাংলাদেশ এর আয়োজনে "যুব সম্মেলন"
কলমিলতা ট্রাস্টের উদ্যোগে নারী দিবস উদযাপন
ইউনিসেফ ও ইউনেসকোর প্রতিবেদন : ৫৬ লাখ শিশু স্কুলের বাইরে

৮
নোটিশ বোর্ড
ফেসবুক কর্নার

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো অ্যাপস তৈরির উৎসব

শেষ হলো ওয়াটার হ্যাকাথন অ্যাপস উৎসব ২০১৪। পানি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুশাসন বিষয়ে ২০টি সমস্যার তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সমাধান খুঁজতে আয়োজন করা হয়েছিল এই উৎসবের। রাজধানীর ইএমকে সেন্টারে দুই দিনের এই উৎসব শুরু হয়েছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। এতে অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ জন শিক্ষার্থীর ৫০টি দল। তাঁরা একটানা ৩৬ ঘন্টা কাজ করে এসব বিষয়ে কাজে লাগে এমন মোবাইল অ্যাপস তৈরি করেছেন। 'স্বাস্থ্যগণক নামের মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) একটি দল। এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির বয়স, উচ্চতা ও ওজন দিয়ে তাঁর জন্য পরিমিত খাবারের তালিকা জানা যায়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল তৈরি করেছে 'পানি কই?' নামের অ্যাপ। কোন এলাকায় ওয়াসার পানি কারচুপি হচ্ছে তার একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে এ অ্যাপ দিয়ে। প্রতিটি দলের উপস্থাপনা হয় গতকাল। অ্যাপ তৈরির এ উৎসবের আয়োজন করেছিল বিশ্ব ব্যাংকের ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ড ফর ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ও অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম। সহযোগী হিসেবে ছিল বেসিস, মাইক্রোসফট ও এরিকসন। হ্যাকাথনে তৈরি সবচেয়ে বেশি কার্যকর অ্যাপসগুলোর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে ডিসিসিআই, বিডিভেঞ্চার, ইল্যান্স, স্টার্টআপ ঢাকাসহ বিভিন্ন উদ্যোক্তা।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে ওয়েব সাইট চালু

রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করতে একটি ওয়েব সাইট চালু করেছে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল (ডিআই)। 'নারীর জয়ে সবার জয়' (www.narirjoyeshobarjoy.org) নামে এই ওয়েব সাইটে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশ নেওয়া নারীদের নানা খবর, নারী সংগঠনের তথ্য, ডিআইয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যাবে। ডিআইয়ের তৃণমূল কার্যক্রমের পরিচালক কেটি ক্রোক বলেন, নারীর জয়ে সবার জয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে এখন পর্যন্ত চার হাজারের বেশি নারী সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের স্থানীয় মূল রাজনৈতিক দলের কমিটি এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অফিসগুলোর সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ের নেত্রীদের পরিচিতিও আছে এতে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায়ও এসাইটটির তথ্য পাওয়া যাবে। ডিআইয়ের অনুষ্ঠান কর্মকর্তা লিপিকা বিশ্বাস ও সানিয়া রহমান জানান, তৃণমূল পর্যায়ের নারী নেত্রীদের যাবতীয় তথ্য এই ওয়েব সাইটটিতে পাওয়া যাবে। রাজনীতিতে সক্রিয় নারী এবং রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও এক্ষেত্রের নারীদের সম্পৃক্ত করতে এই সাইট একটি নেটওয়ার্কিং মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। নারীর জয়ে সবার জয়' কর্মসূচি টিইউ এসএআইডি এবং ইউকেএআইডির যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির ফেসবুক পেজের ঠিকানা ঃ www.facebook.com/narirjoyeshobarjoy।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের জিন্দা পার্ক রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ৩৩ বছরের পুরোনো জিন্দা পার্ক রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) হাতে গেলে পার্কটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, রাজনৈতিক এবং পরিবেশবাদী সংগঠনমূহের' ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে এই অভিযোগ করা হয়। কর্মসূচিতে পার্কটি রক্ষার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, জিন্দা পার্কের কার্যক্রম পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক বিশেষ ব্যবস্থায়। বৃক্ষ রোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার পাওয়া এই পার্কে ২৫০ প্রজাতির ১০ হাজারের বেশি গাছ আছে। মালিকানা রাজউকের থাকলেও যাদের শ্রম ও আন্তরিকতায় জিন্দা পার্ক আজকের অবস্থায় এসেছে, তাদের হাতেই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকা উচিত। উদ্যোক্তাদের অপসারণ করা হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাসমৃদ্ধ পার্ক ধ্বংস হয়ে যাবে। বিনোদন ও জ্ঞান আহরণের বিপরীতে পার্কটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজকেরা বলেন। রাজউক রাজধানী উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি করুক। একটি পরিকল্পিত নগর উপহার দিক। তবে রাজউকের উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে পূর্বাচল উপশহর প্রকল্পের পরিচালক ও রাজউকের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, এটা রাজউকের নিজস্ব জমি। কিছু দখলদার এখানে অবৈধ ব্যবসা করছে। রাজউক তাদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে পার্কের ক্ষতি হবে না।

[সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ৪, ২০১৪]

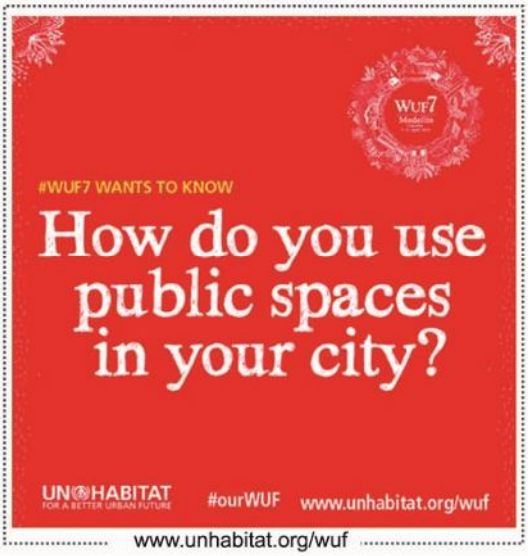

www.unhabitat.org/wuf

প্রাণ ফিরে পেল লক্ষ্মীপুরের শিশুপার্ক ঃ শিশুদের উচ্ছ্বাস ও কাল-কাকলিতে মুখর

ট্রেন কিংবা ঘোড়ার রাইডস এ চড়ে শিশু-কিশোরদের কল-কাকলি, হৈ- হুল্লোরও বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে এখন প্রতিদিনই মুখর থাকছে লক্ষ্মীপুরের শিশুপার্কটি। অথচ কিছুদিন আগেও জেলার একমাত্র বিনোদনের কেন্দ্র এপার্কটি ছিল চারণভূমি। শিশুরা দূরে থাক, বড়রাও সেখানে যেত না গবাদিপশুর মলমূত্রের কারণে। এখন শিশু, বুড়ো, অভিভাবকও দর্শনার্থী সবার চোখে-মুখে হাসি। প্রতি দিনই কয়েকশ শিশু-কিশোরসহ হাজারো অভিভাবক- দর্শনার্থীর পদচারণায়ও আনন্দ উল্লাসে প্রাণ ফিরে পেয়েছে লক্ষ্মীপুরের পৌর এ শিশুপার্কটি। পৌরকর্তৃপক্ষও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লক্ষ্মীপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে ২০১২ সালে জেলা শহরের মজুপুর এলাকার ইয়ার্স কলোনীতে প্রায় দুই এক সম্পত্তিতে এ পার্কটি নির্মাণ করা হয়। পরের বছরেরই ২৪ মার্চ পার্কটি উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু সে সময়ে পার্কের অভ্যন্তরে শিশুদের বিনোদনের কোন ব্যবস্থাপনা থাকায় শিশু ও অভিভাবকগণ পার্কবিমুখ হয়ে পড়েন। ফলে ধীরে ধীরে পার্কটি গো-চারণ ভূমিতে পরিণত হয়। পৌরকর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে তারা সম্প্রতি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩টি বিদেশী রাইডস, ক্রেচুয়াল ঘোড়া, হেলিকপ্টার ও রেলগাড়ি এবং ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে দেশি ৩টি ঢেকি, ৩টি টিম্পার, ৪টি দোলনাসহ ১৫টি রাইডস, কয়েকটি বেঞ্চ, নির্মাণ করে।

[লক্ষ্মীপুর, ৩ মার্চ, ২০১৪ (বাসস)]

হাইকোর্টের রুল ঃ প্লাস্টিকের বোতল উৎপাদন বন্ধে কেন নির্দেশ নয়

সুপেয় পানি, কোমল পানীয়, ওষুধসহ অন্যান্য খাদ্য পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে প্লাস্টিক বোতল উৎপাদন, ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না, জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। জনস্বার্থে দায়ের করা এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের বেঞ্চ গতকাল রোববার ও রুল জারি করেন।

হাইকোর্টের ওই রুলে বাজারে বিদ্যমান প্লাস্টিক বোতল প্রত্যাহার, পুনর্ব্যবহার বন্ধ ও ধ্বংসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশনা দেখা হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়। পাশাপাশি এসব বোতল প্রত্যাহার নিশ্চত করতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি মনিটরিং সেল গঠনের নির্দেশনা কেন দেয়া হবে না, তাও জানতে চেয়েছেন আদালত। স্বাস্থ্য, আইন, খাদ্য, পরিবেশ সচিব এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর, বিএসটিআই ও পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালককে চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক ইকরামুল হক বলেন, প্লাস্টিক বোতলের বিষয়ে হাইকোর্ট যে রুল জারি করেছেন, তা দেখে জবাব দেয়া হবে। এটি যদি জনস্বাস্থ্যের জন্য হানিকর হয়, তবে এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক সাগরময় বড়ুয়া বলেন, বাজারে বিক্রি হওয়া মিনারেল ওয়াটার, কোমল পানীয় ও ওষুধের প্লাস্টিক বোতল পলিইথিলিন টেরেপথেলেট নামের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, যা একবার ব্যবহার্য। কিন্তু এ বোতলগুলো হামেশাই একাধিকবার ব্যবহার হচ্ছে। অনেক সময় এসব বোতল সপ্তাহ বা মাস ধরে বারবার ব্যবহার করা হয়। এগুলোর স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে বেশ। এ দিক বিবেচনায় রুলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। [সূত্র ঃ বনিক বার্তা ঃ ১৭-০২-২০১৪]

পরিবেশদূষণের দায়ে চট্টগ্রামে

৮ কারখানাকে জরিমানা

পরিবেশ দূষণের দায়ে চট্টগ্রামে আটটি প্রতিষ্ঠানকে এক কোটি ৮৬ লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) মোঃ আলমগীর হোসেন ঢাকায় শুনানি শেষে এই জরিমানা করেন। এর আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি এনফোর্সমেন্ট সরেজমিনে পরিদর্শন করে দূষণের প্রমাণ পায় কর্ণফুলী নদী এবং প্রকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীদূষণের দায়ে এই জরিমানা করা হয়। বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বন্ধ রেখে অপরিশোধিত তরল বর্জ্য সরাসরি নির্গমন করার অপরাধে এই জরিমানা করা হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ঃ ফতেয়াবাদের চিটাগং এশিয়ান পেপার মিলস লিমিটেডকে এক কোটি ১৬ লাখ টাকা, নাসিরাবাদের ক্লিফটন এ্যাপারেলসকে পাঁচ লাখ টাকা, নাসিরাবাদের গোল্ডেন হরিজন লিমিটেডকে চার লাখ টাকা, কে ডি এম টেক্সটাইল মিলসকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন না করে কারখানা পরিচালনার দায়ে ইসলাম স্টিল মিলস লিমিটেডকে ১১ লাখ টাকা এবং সি এম এস করপোরেশনকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

বই পরিচিতি

জনস্বাস্থ্য সবার উপরে

'জনস্বাস্থ্য সবার উপরে - বাংলাদেশে তামাক মহামারি রুখতে তামাক কোম্পানির কূটকৌশল উন্মোচন' নামে একটি ক্ষুদ্র গবেষণা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবারকার একুশে বই মেলায় (২০১৪)। গবেষণা পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হলেও এর বিষয়বস্তু ক্ষুদ্র নয় - পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা প্রজ্ঞা। পুস্তিকাটির পরিবেশক পার্ল পাবলিকেশন্স।

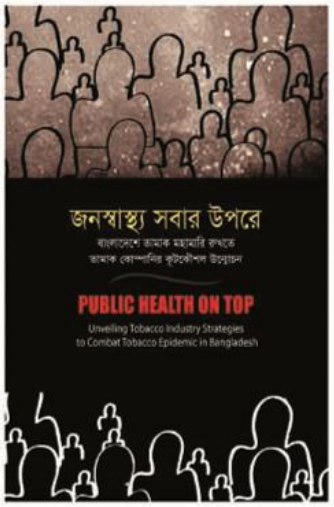

পুস্তিকাটি পার্ল পাবলিকেশন্স এর আউটলেটে পাওয়া যাবে। এছাড়া প্রজ্ঞা থেকেও যে কেউ পুস্তিকাটি ১০০ টাকা শুভেচ্ছা মূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। যোগাযোগ: প্রজ্ঞা, বাড়ী-৬ (৪র্থ তলা, পূর্ব দিক), মেইন রোড-৩, ব্লক-এ, সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, ফোন: ৯০০৫৫৫৩, সেল: ০১৭২৯০৯৬১০৫।

বিনামূল্যে অনলাইনে বইটি পাওয়া যাবে এই লিংকে: https://www.mediafire.com/?5asgo4yxuag3jlz

বুয়েটে 'মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক কর্মশালা

পয়ঃনিষ্কাশন সাফল্যের অন্তরায় মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব

ঢাকা, ২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৪: পর্যাপ্ত মনুষ্য পয়ঃ ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রত্যাশা অনুযায়ী পয়ঃনিষ্কাশন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হচ্ছে না বলে বুয়েটে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। গত দু'দশকে পয়ঃনিষ্কাশন খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের ফলে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার ২০১০ সালে ৪.৪% হারে নেমে আসে, যা ২০০৩ সালে ছিল ৪৩%। কিন্তু পর্যাপ্ত মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে বেশিরভাগ মনুষ্যবর্জ্যই নিরাপত্তা সুরক্ষা ছাড়াই পানির সাথে মিশে যাচ্ছে এবং নির্দিষ্ট স্থানে নিষ্কাশন, পুঁতে ফেলা বা অন্য কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হচ্ছে না। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরণের হুমকি বলেও মত দেন বিশেষজ্ঞরা। আইটিএন-বুয়েট সেমিনার কক্ষে "মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক কর্মশালা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ওয়াটার এইড বাংলাদেশ, প্র্যাকটিকল এ্যাকশন বাংলাদেশ ও আইটিএন-বুয়েট।

মনুষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের ওপর আলোচনায় অংশ নেন স্বনামধন্য উন্নয়ন গবেষক, অধ্যাপক, উন্নয়নকর্মী সহ সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা ও পৌরসভার কর্মকর্তাগণ। কর্মশালায় স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম. ফিরোজ আহমেদ, বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের অধ্যাপক ড. মো. মুজিবুর রহমান, এসআইএমএভিআই'র সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সারা আহরারি, এসএনভি'র রাজীব মুনানকামি ও যুক্তরাজ্যের বুরোহ্যাপোল্ড লিমিটেডের সিনিয়র কনসালটেন্ট ড. সিলিয়া ওয়ে উপস্থিত ছিলেন।

বিইউআরআই/পিপিআরসি আরবান ডায়ালগ

ঢাকা শহরকে বসবাসের যোগ্য করতে হলে বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নাগরিক অংশগ্রহণে ছোট ছোট উদ্যোগ নিতে হবে। ভূমি, মাঠ ও নদী নিয়ে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজকে আরও সোচ্চার হতে হবে। নগর বিষয়ে বৈশ্বিক নতুন চিন্তা নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞরা এ কথা বলেন। পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এই আলোচনার আয়োজন করে। মূল উপস্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক আদনান মোরশেদ বলেন, ছোট একটু পরিবর্তন এনে বড় ধরনের ফল পাওয়ার উদাহরণ পৃথিবীর অনেক শহরেই দেখা গেছে। শহরকে 'সুন্দরতর' করার জন্য নাগরিক অংশগ্রহণ দরকার। সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক ইচ্ছার পাশাপাশি সৃজনশীল উদ্যোগ প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের কাছে সাইকেলে চড়া বা হাঁটাকে সম্মান ও গৌরবের কাজ বলে উপস্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে প্লটের পর প্লট বরাদ্দ দিয়ে সমস্যা বাড়ানো হচ্ছে। অন্য দিকে এত বড় শহরে সেই অর্থে কোনো 'পাবলিক প্লেস' নেই। পুরোনো বিমানবন্দরকে এ কাজে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন তিনি। আলোচনায় অংশ নিয়ে স্থাপত্য ইনস্টিটিউটের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোবাশ্বের হোসেন বলেন, সারা দেশ নিয়ে না ভাবলে এককভাবে ঢাকা শহরের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। অন্যান্য শহরে ভালো হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে ঢাকায় মানুষ আসা কমবে। স্থপতি ইসমাইল হোসেন বলেন, ঢাকা নিয়ে অনেক পরিকল্পনা হয়েছে। কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহসের অভাব আছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বাংলাদেশ আরবান ফোরামের মোস্তফা কাইয়ুম খান বলেন, নগরায়ন সম্পর্কে উপস্থাপিত বিষয় প্রশংসনীয় এবং আমাদের প্রেক্ষাপটে শিক্ষনীয়। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম গঠিত হয়েছে এবং এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কার্যক্রম চলছে যাতে করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নগরায়ণ বিষয়ে যথার্থ উন্নয়ণ সম্ভব হতে পারে।

ইউপিপিআর ও কোকা-কোলার উদ্যোগে প্রকল্প উদ্বোধন

কোকা-কোলা ও আরবান পার্টনারশিপ ফর পোভার্টি রিডাকশনের (ইউপিপিআর) 'এভরি ড্রপ ম্যাটারস' নামক উদ্যোগের আওতায় টাঙ্গাইলে প্রথম প্রকল্প সুপের পানি এবং স্যানিটেশন-সুবিধার কাজ শেষ হয়েছে। টাঙ্গাইল এলজির উপপরিচালক গৌতম চন্দ্র পাল এবং টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র (ভারপ্রাপ্ত) এবং মানবেন্দ্র পাল মিল্টন আশেকপুর পূর্বপাড়া সিডিসির জোবায়দা উচ্চবিদ্যালয়ে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নতুন সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন-সুবিধা উদ্বোধন করেন। স্কুলগামী শিক্ষার্থী এবং একই সঙ্গে আশপাশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে টাঙ্গাইল ও চাঁদপুর জেলায় 'এভরি ড্রপ ম্যাটারস' প্রকল্পটি শুরু হয়।

বাড়ি বানানোর নিয়ম

নিয়ম মেনে বাড়ি বানালে ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের সুযোগ পায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাসায় থাকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। বহুতল বসত বাড়ি বানাতে হলে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বা বিএনবিসি'র নিয়ম কানুন মেনেই বাড়ির নকশা করতে হবে। অন্যথায় জীবন ও পরিবেশ দুটো ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। বাড়ি বানানোর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. জেবুন নাসরিন আহমদ বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী বাড়ি বানানোর জন্য আগের চেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। নাসরিন আহমদ জানান, বিএনবিসি ২০০৮ এর ৫১ ধারায় বাড়ি বানানোর সময় ম্যাক্সিমাম গ্রাউন্ড কভারেজ বা এমজিসি'র একটি চার্ট অনুসরণ করতে হয়। এতে জমির আকার অনুযায়ী কী পরিমাণ জায়গা ছেড়ে কয়তলা ও কতবড় ভবন নির্মাণ করা যাবে, সেটা উল্লেখ করা আছে। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে। যদি জমির পরিমাণ দুই কাঠার মধ্যে হয় তবে জমির মালিক শতকরা ৬৭.৫ ভাগ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। তাকে প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমি ছেড়ে বাড়ি বানাতে হবে। তবে, তিনি ফ্লোর এরিয়া বেশিও' 'ফার' পাবেন ৩.১৫। মানে, ২ কাঠাজমি ও ৩.১৫ ফার= ৬.৩০ কাঠার জমির সমপরিমাণ জায়গা ভবনে ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। জমির আয়তন যত বেশি ফার তত বেশি হয়। বাড়ি বানানোর জমি ছাড়ার প্রসঙ্গে নাসরিন আহমদ বলেন, এর সুবিধা বাড়ির মালিকই পাবেন। যেমন, বাড়ির চারপাশে কিছুটা জায়গা খালি থাকলে ঘরে সহজেই আলো বাতাস চলাচল করতে পারে। খোলা জায়গায় শিশুরা খেলাধুলা করতে পারে। তিনি আরও বলেন, বিল্ডিং কোডনীতি মালার একটিগুরুত্ব পূর্ণ বিষয় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। আমরা সবাই জনি, ঢাকা শহরের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এতে প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে। এজন্য বাড়ি বানানোর সময় জমির চার পাশ থেকে কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে বহুতল বাড়ি বানাতে হয়। ফলে বর্ষার সময় বৃষ্টির পানি ফাঁকা জায়গা দিয়ে নিচে পড়ে আর মাটি শুষে নিতে পারে।" সবাই যদি চার পাশে জায়গা খালি না রেখে বাড়ি বানায় তাহলে ভবিষ্যতে মাটির ভেতর কার পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাবে। বলা যেতে পারে একটা ফাঁপা জায়গার উপর ঢাকা শহর দাঁড়িয়ে থাকবে। এটা যে কত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় একটু ভাবলেই শরীর শিউরে উঠে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহরগুলোর তালিকায় রয়েছে। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, জমির আকার যত বড় হয়ত বেশি (ফার) পাওয়া যায়। মেক্সিমাম গ্রাউন্ড কভারেজও তখন কমতে শুরু করে। এছাড়া জমির পাশে যদি ১৮ মিটার রাস্তা থাকে সেখানে যে কোনো আয়তনের জমিতে ৬ ফার পাওয়া যাবে। অর্থাৎ জমি যদি ৩ কাঠাও হয়, সেই জমিতে ১৮ কাঠা জমির সমপরিমাণ জায়গা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে। ২০০৮ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বাড়ি বানানোর আগে সরকার অনুমোদিত স্থপতির মাধ্যমে তৈরি করা নকশার অনুমতি নিতে হবে। নির্মাণ কাজ শেষে সেই স্থপতি এই মর্মে সম্মতি জ্ঞাপন করবেন যে, তার দিক নির্দেশনা মতে বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। বিল্ডিং কোড অনুযায়ী কোনো বিষয়ে নিয়ম কানুন অনুসরণ না করার জন্য কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তিনি দায়ী থাকবেন। ২০০৮ সালে গ্যাজেট আকারে প্রকাশিত ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের পিডি এফ ভার্সন ডাউনলোড করা যাবে। http://www.rajukdhaka. govg.bd/ rajuk/ page/ web/ devcontrol / dhakalmaratNirman Bidhimala-2008.pdf। [ফজলে আজিম, বিডি নিউজ ৪ টোয়েন্টি ফোর ডটকম]

চার হাজার ভবনের ৬০টি পুরোপুরি অনুমোদনহীন

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে যে চার হাজার ৯৭টি ভবনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে ৬০টি একেবারেই অনুমোদনহীন। এগুলোর বেশির ভাগই বহুল আলোচিত একটি আবাসিক প্রকল্প এলাকায়। ৬০টির বাইরে অন্য ভবনগুলোর ত্রুটি হলো নকশার বাইরে কিছু বাড়তি তলা নির্মাণ, কিছু বর্গফুট বাড়ানো, ঝুলন্ত বারান্দা জুড়ে দেওয়া রাজউকের অভিযোগ, নকশা অনুমোদনের পর অনেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ শুরুর সময় নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে রাজউককে অবহিত করে না। নির্মাণ শেষ হওয়ার পরও রাজউককে কিছু না জানিয়ে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেয়। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্ট্রাকচারাল ইঞ্জনিয়ার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রিহ্যাবের সাবেক সভাপতি আবদুল আওয়াল প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকা শহরে কোন ভবন রয়েছে, যেটি শতভাগ নিখুঁত? রাজউকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, অনেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা নিয়ম অনুযায়ী ভবন নির্মাণের আগে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে রাজউককে অবহিত করে। অথচ নির্মাণস্থলে পরিদর্শক এসে কী পেলেন, না পেলেন, তার কিছুই জানা যায় না। নির্মাণকাজ শেষে ফ্ল্যাটগুলো যখন ক্রেতাদের হাতে চলে যায়, তখন রাজউক নোটিশ পাঠায়। আইন ভঙ্গ করলে রাজউক খুশি হয়, নাকি হয় না, তা অনেক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বুঝতে পারে না। সূচনা ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আকিল আখতার চৌধুরী বলেন, অনুমোদনহীন ভবন নির্মান অবশ্যই অপরাধ। কিন্তু অনেক নির্মাতা-প্রতিষ্ঠান নকশা ভঙ্গ করে ভবন নির্মাণ করে রাজউকেরই প্রশ্রয়ে। রাজউক যথাসময়ে তদারক কলে নকশার ব্যত্যয় ঘটানো সম্ভব নয়। তিনি স্বীকার করেন, ঢালাওভাবে অবৈধ ভবনের তালিকা করে ভাঙার উদ্যোগ নিলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন গ্রাহকেরা। রাজউকের সদস্য (পরিকল্পনা) শেষ আবদুল মান্নান এ বিষয়ে বলেন, 'আমরা সব সময় গ্রাহকদের বলি ফ্ল্যাট কেনার আগে অনুমোদিত নকশা দেখে নিতে। যাতে নকশার ব্যত্যয় ঘটলে তিনি বুঝতে পারেন।' তিনি বলেন বেশির ভাগ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের শেষ সময়ে নকশার ব্যত্যয় ঘটনা, যার জন্য রাজউক যথাসময়ে তদারক করতে পারে না। তবে অতীতে লোকবলের অভাব এবং পরিদর্শকদের কিছুটা গাফিলতির কারণেও নির্মাতারা নকশার ব্যত্যয় ঘটাতে সাহস পেয়েছেন। শেখ মান্নান বলেন, সব ভবন ভাঙা হবে, এমন না-ও হতে পারে। বিধিমালায় পড়লে জরিমানা সাপেক্ষে কিছু ভবনের সংশোধিত নকশা হতে পারে। ২০০৮ সালে রাজউক প্রায় পাঁচ হাজার অনুমোদনহীন, নকশার ব্যত্যয় ঘটানো এবং ঝুঁকিপূর্ণ ৩০০ ভবনের তালিকা করেছিল। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর্যায়ক্রমে কিছু ভবনের বিরুদ্ধে অভিযানও হয়। তবে একেবারেই অনুমোদনহীন প্রভাবশালী মালিকদের ভবনে হাত দেওয়া হয়নি।

[সূত্র ঃ দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ৪, ২০১৪]

পৌরসভা এবং নগর পরিকল্পনাবিদঃ সম্ভাবনা ও অন্তরায়

তামান্না বিনতে রহমান

সময়, চাহিদা এবং উপযোগিতার কথা ভেবেই সারা বিশ্বে আজ 'নগর বা শহর পরিকল্পনা' বিষয়টি সর্বজনবিদিত। সারা বিশ্বের সকল বড় শহর, সিটি কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপালিটির জন্য 'নগর পরিকল্পনা'র জন্য আলাদা বিভাগ এবং 'নগর পরিকল্পনাবিদ' রয়েছেন। বাংলাদেশেও যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে, ঢাকা সহ সকল সিটি কর্পোরেশন এবং 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য 'নগর পরিকল্পনা শাখা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে পৌরসভা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনার আইনানুগ দায়িত্ব কেন্দ্রীয়ভাবে 'আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টরেট' (ইউডিডি) এর কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহরের মহাপরিকল্পনা করছে স্থানীয় সরকার এবং প্রকৌশল অধিদপ্তর বা এলজিইডি। একটি শহরে নগর কর্তৃপক্ষের (নগর পরিকল্পনাবিদের) হাতে সাধারণত নগর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ভার নিয়োজিত থাকে (উদাহরণঃ ভারত, ভূটার, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

বর্তমানে মোট ৬০ টি 'ক' শ্রেণির পৌরসভায় ৬০ জন নগর পরিকল্পনাবিদ কর্মরত আছেন যাদের ২০০৫ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩টি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই মুহূর্তে পৌরসভা পর্যায়ে সব চাইতে বেশি নগর পরিকল্পনাবিদ কর্মরত আছেন এবং তাদের সবাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা নিয়েছেন সেই সাথে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা বিষয়ে সঠিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেছেন। অনেকেই বিদেশের ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স করে ফিরে এসে আবার কাজে যোগদান করছেন। সরকারি চাকুরিতে (বিশেষ করে BCS Cader হিসেবে) 'নগর পরিকল্পনাবিদ' পদ না থাকা, সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে স্বল্প সংখ্যক 'নগর পরিকল্পনাবিদ' পদ এবং বিদেশে ভালো পড়াশোনা এবং চাকরির সুযোগ এর কারণে যেখানে অধিকাংশ মেধাবী পরিকল্পনাবিদ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন বা দেশে অধিক বেতনে বেসরকারি চাকরি করছেন সেখানে পৌরসভা পর্যায়ে নিয়োগের কারনে অনেক মেধাবী তরুণ পরিকল্পনাবিদ কাজ করবার উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ, ভালো পরিবেশ, প্রমোশন না থাকা (কাজের স্বীকৃতির পুরস্কার), অনিয়মিত বেতন, সরকারি চাকুরিতে অগ্রাধিকার না থাকার কারণে তরুণ 'নগর পরিকল্পনাবিদ'গণ এই পেশায় থাকবার ইচ্ছা শক্তি হারিয়েছে ফেলেছেন।

সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন 'নগর পরিকল্পনা বিষয়টি' গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হচ্ছে। বাংলাদেশেও যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে 'নগর এবং অঞ্চল পরিকল্পনা' বিষয়ে মাষ্টার্স চালু হয় ১৯৬০ সালে বুয়েটে। কালের পরিক্রমায় ১৯৯১ সালে প্রথম 'খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে' এই বিষয়ে ব্যাচেলর কোর্স চালু হয়। পর্যায়ক্রমে ১৯৯৬ এবং ১৯৯৯ সালে বুয়েট এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ব্যাচেলর কোর্স চালু হয়। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এখন রুয়েট, কুয়েট এবং চুয়েট-এও 'নগর এবং অঞ্চল পরিকল্পনা' ব্যাচেলর কোর্স চালু করা হয়েছে। কিন্তু সময়োপযোগী কাজের পরিবেশ তৈরি করে না দিলে এইসব মেধাবী শিক্ষার্থীবৃন্দ বিদেশেই পাড়ি জমাবে যা মেধার অপচয় (Brain drain)। বাংলাদেশের মেধাবী পরিকল্পনাবিদগণ বিদেশে তাদের কাজের দক্ষতার মাধ্যমে সুনাম অর্জন করেছেন এবং সেখানে উন্নয়নের অংশিদার হয়েছেন।

পৌরসভা পর্যায়ে কাজের প্রতিবন্ধকতা গুলো নিরসন করা হলে, 'নগর পরিকল্পনা' এর আলাদা বিভাগ করা হলে, কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রমোশন দেয়া হয়ে, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে ট্রান্সফার এর ব্যবস্থা করা হলে, সরকারি চাকুরিতে (বিশেষ করে BCS Cader হিসেবে) 'নগর পরিকল্পনাবিদ' পদ সৃষ্টি করা, প্রশাসনিক ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সম্পদ কাজে লাগানো যেতে পারে এবং শহরের সুন্দর, পরিকল্পিত বিকাশের মাধ্যমে সুষ্ঠ উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যেতে পারে।

(বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স এর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত)

সিলেটে যানজট কমাতে রিকশা লেন

সিলেটে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খেলা থাকায় নগরকে যানজটমুক্ত করার অংশ হিসেবে পরীক্ষামূলক রিকশার জন্য পৃথক লেন পদ্ধতি চালু করা হয়। সিলেট সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, কয়েক বছরের ব্যবধানে নগরে ব্যক্তিগত গাড়ি, অটোরিকশা, ইজিবাইক, রিকশাসহ অন্যান্য যানবাহন মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়েছে। সেই তুলনায় রাস্তাঘাট প্রশস্ত করাসহ যানজট নিরসনে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমান মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নগরে যানজট নিরসনে একাধিক পরিকল্পনা নেন। মেয়রের নেতৃত্বে মহানগর ট্রাফিক পুলিশ, সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের একটি দল প্রায় এক মাস পর্যবেক্ষণ করে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাস্তাকে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি লেনে বিভক্ত করে যানবাহন চলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রিকশা যাওয়া-আসার জন্য দুটি লেন ও গাড়িসহ অন্যান্য যানবাহন চলাচলের জন্য অপর লেনটি ব্যবহৃত হবে। রিকশা লেন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মেয়র। কিন্তু বিষয়টি চালকদের অনেকেই না জেনে আগের মতোই যানবাহন চলানোয় ভয়াবহ যানজট শুরু হয়। পরে ট্রাফিক পুলিশের নানামুখী ততপরতায় চালকেরা পৃথক লেনে রিকশা চালানোয় যানজট নিয়ন্ত্রণে আসে। মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, মহানগর ট্রাফিক পুলিশ, সওজ ও সিটি করপোরেশন যৌথভাবে পৃথক রিকশা লেনের কার্যক্রম চালু করেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এ পদ্ধতি যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখলে পরে নগরের অন্যান্য সড়কে ওই পদ্ধতি চালু করা হবে।

পদচারী সেতুতে (ফুটওভারব্রিজ) চলন্ত সিঁড়ি স্থাপনের কাজ শুরু

রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ী সংলগ্ন পদচারী সেতুতে (ফুটওভারব্রিজ) চলন্ত সিঁড়ি স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। পদচারী সেতু ব্যবহারে অনাগ্রহী পথচারীদের আকৃষ্ট করতেই এ উদ্যোগ। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে, 'বিশুদ্ধ বায়ু, পরিবেশ ও টেকসই' (কেইস) প্রকল্পের আওতায় রাজধানীতে যে আটটি পদচারী সেতু তৈরি হয়েছে, এটি তার অন্যতম। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষ্যে এটিতে চলন্ত সিঁড়ি স্থাপন করা হচ্ছে। কেইস প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, বনানীতে চলন্ত সিঁড়ি বসানো হচ্ছে পরীক্ষামূলকভাবে। এটি সফল বাকি সাতটি সেতুতে তা করা হবে [দৈনিক প্রথম আলো]

পতেঙ্গার পারে উপশহর গড়ে তোলা হবে : গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (চউক) বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম নগরের গুরুত্বপূর্ণ মাঠ ও পার্ক এলাকাও পরিদর্শন করেন। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করার সময় মোশাররফ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্রপাড়ে নতুন উপশহর গড়ে তোলা হবে। এই উপশহরে আবাসিক-বাণিজ্যিক এলাকার পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য হোটেল- মোটেল নির্মাণ করা হবে। চট্টগ্রাম পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ও আউট রিং রোড প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী জানান, আগামী এপ্রিল- মে মাসের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ শুরু হবে। এ সময় তিনি চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শাহ আমানত সেতু পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উড়াল সড়ক নির্মাণের ঘোষণা দেন। পরিদর্শনের সময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম রব্বানী, চউকের চেয়ারম্যান আবদুস ছালাম, চউকের সচিব তাহেরা ফেরদৌস, বোর্ড সদস্য মফিজুর রহমান ও ইউনুস গণি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস প্রমুখ।

চট্টগ্রাম নগরে ১৫ হাজার নম্বরবিহীন অটোরিকশা

গ্রামের পাশাপাশি চট্টগ্রাম নগরেও নম্বরবিহীন সিএনজিচালিত অটোরিক্সা চলাচল করছে। নগরে তিন হাজারের বেশি অটোরিকশা চলছে। এছাড়া নগরের বাইরে বিভিন্ন উপজেলায় ১২ হাজারের বেশি নম্বরবিহীন অটোরিকশা চলছে। বিআরটিএ সূত্রে জানা গেছে, নগরে চলাচলকারী বৈধ অটোরিকশার সংখ্যা ১৩ হাজার। ১০ বছর ধরে মহানগর এলাকার অটোরিকশা নিবন্ধন বন্ধ রয়েছে। তবে গ্রামে অটোরিকশা নিবন্ধন এখনো চলছে। গ্রামে নিবন্ধিত অটোরিকশা প্রায় ২০ হাজার বলে জানা গেছে।

নম্বরবিহীন অটোরিক্সা চলার কথা স্বীকার করে বিআরটিএর সহকারী পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, নগরে কিছু অটোরিকশা চলছে নম্বর ছাড়া। সংখ্যায় কত হবে তা আমাদের কাছে পরিসংখ্যান নেই। তবে আমরা মাঝে মধ্যে এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করি। তবে এ কাজ বেশি দেখে ট্রাফিক পুলিশ। আমরা তাদেরকেও চিঠি লিখে জানিয়েছি। [দৈনিক প্রথম আলো ৪ ঠা মার্চ, ২০১৪]।

শ্রীমঙ্গল পৌরসভার উদ্যোগে সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস পালন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস '১৪ উদযাপন উপলক্ষে শ্রীমঙ্গল পৌরসভা'র প্র্যাপ (পোভার্টি রিডাকশন একশন প্ল্যান) ষ্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে গত ২১ ফেব্রুয়ারী "১৪ আয়োজন করে পৌরসভার বস্তি এলাকার সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে একুশের প্রভাত ফেরী, মেধা বিকাশ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুরুতেই সকাল ৮টায় শিশুরা খালি পায়ে প্রভাত ফেরীর গান গেয়ে স্থানীয় শহীদ মিনারে গিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সকাল ১০টায় পৌর ভবন চত্বরে শুরু হয় শিশুদের আবৃত্তি, চিত্রাংকন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা। এতে ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৭০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করে। বিকাল ৩টায় স্থানীয় শহীদ মিনার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। শ্রীমঙ্গল পৌরসভার মেয়র ও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা জনাব মো: মহসিন মিয়া এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরন করেন। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীসহ অংশগ্রহণকারীদেরও পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা সুবিধা-বঞ্চিত শিশুদের মেধা বিকাশে পৌরসভার এ ধরনের মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

একশনএইড বাংলাদেশ এর আয়োজনে "যুব সম্মেলন"

একশনএইড বাংলাশের আয়োজনে গত ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে সাভারের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রথমবারের মত দুই দিন ব্যাপী "যুব সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। "পরিবর্তনের পথে যুবযাত্রা" শিরোনামে এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের নানা প্রান্তে থাকা একশনএইডের যুব নেটওয়ার্ক "অ্যাকটিভিসতা"র সদস্যদের একত্রিত করে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিজেদের মধ্যে শেয়ার করা, যার ফলে পরবর্তীতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বদানে সক্ষম হয়ে উঠবে। সম্মেলনের দুই দিনে ২০১৫ সাল পরবর্তী উন্নয়নের বিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে যুবরা কি ভাবছেন, যুবরা কিভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখতে পারেন তা নিয়ে অংশগ্রহণকারী যুবরা বিস্তারিত আলোচনা ও দলীয় কাজ করেছেন। সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এ সম্মেলনে বিভিন্ন পর্যায়ে যুবরা জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ু পরিবর্তন, নিরাপদ পানি ও পয়:নিস্কাশন, ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে পুষ্টিকর খাবার এবং অপরাধ ও সহিংসতা নিয়ে তাদের করণীয় চিহ্নিত করেন। সম্মেলনের সমাপনী অংশে উপস্থিত যুবরা দৃপ্ত কণ্ঠে শপথ নেন যে, সমাজ পরিবর্তন্যে যে সকল কাজের প্রতিশ্রুতি তারা সম্মেলনে দিয়েছেন নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে অবশ্যই সে সকল কাজ তারা শুরু করবেন।

কলমিলতা ট্রাস্টের উদ্যোগে নারী দিবস উদযাপন

০৮ মার্চ, ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে কলমিলতা ট্রাস্টের উদ্যোগে এবং মনোভূমি আর্টস্পেস ও সোর্সের সার্বিক সহযোগিতায় "গণসংযোগ ও সৃজনশীলতায় নারী" শীর্ষক আলোচনা সভা কলমিলতা ট্রাস্টের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক মাহমুদা চৌধুরী, শিল্পী তরুণ ঘোষ এবং শিল্পী ইসরাত জাহান কাকন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুশীল সমাজের গণমাণ্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন স্থানে কর্মরত নারীবৃন্দ।

ইউনিসেফ ও ইউনেসকোর প্রতিবেদন :
৫৬ লাখ শিশু স্কুলের বাইরে

দেশে প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের উপযুক্ত ৫৬ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। এদের একটি অংশ কখনো স্কুলে যায়নি, অন্য অংশটি ঝরে পড়া। স্কুলের বাইরে থাকা শিশুর হার ভারত ও শ্রীলংকার চেয়ে বাংলাদেশে বেশি, তবে পাকিস্তানের চেয়ে কম। ইউনিসেফ ও ইউনেসকো স্কুলের বাইরে থাকার শিশুদের নিয়ে বৈশ্বিক উদ্যোগ (গ্লোবাল ইনিসিয়েটিভ অন আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন) নামের সমীক্ষা প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়েছে। প্রতিবেদনটি জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তান এই চারটি দেশের তথ্য এতে রয়েছে। বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক এই তিন স্তরেই তুলনামুলক ভাবে কম ভর্তি হয়। শহরের চেয়ে গ্রামের শিশুরা প্রাক-প্রাথমিকে কম ভর্তি হয়। মেট্রোপলিট্রন এলাকার বস্তির শিশু তুলনামূলকভাবে কম প্রাথমিক স্কুলে যায়। শিক্ষিত মায়ের শিশুর তুলনায় কম শিক্ষিত মায়ের শিশুরা প্রাথমিক স্কুলে কম যায়। প্রাথমিক স্কুলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের হার বেশি। শিশু শ্রম এ ক্ষেত্রে বাঁধা। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরেও পরিস্থিতি একই রকম। মেট্রোপলিট্রন এলাকার বস্তির শিশু, কম শিক্ষিত মায়ের শিশু স্কুলে কম যায়। এ ক্ষেত্রেও ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে পিছিয়ে। কোন শিশুরা স্কুল থেকে বেশি ঝরে পড়ে তারও আশংকার কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। যেসব শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের অভিজ্ঞতা নেই, প্রাথমিকে তারা বেশি ঝরে পড়ে। অন্য দিকে ছেলে শিশুদের নিম্ন মাধ্যমিকে প্রবেশের হার কম। কিন্তু নিম্ন মাধ্যমিকে মেয়ে শিশুদের টিকে থাকার হার কম [প্রতিবেদনটির অনলাইন সংস্করন পেতে ভিজিট করুন ঃ www.unicef.org.bd দৈনিক প্রথম আলো : ৩ রা মার্চ, ২০১৪]

'কমিশন অব দি স্ট্যাটাস অব উইমেন' এর ৫৮ তম অধিবেশন জাতিসংঘ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ১০-২১ শে মার্চ তারিখে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'চ্যালেঞ্জেস এন্ড অ্যাচিভমেন্টস ইন দি ইমপ্লিমেনটেশন অব দি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস ফর উইমেন এন্ড গার্লস'।

নোটিশ বোর্ড

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আপনার ভাবনা, গল্প তুলে ধরুন প্রামান্য চিত্র নির্মানের মাধ্যমে। "একশন ফর ক্লাইমেট ডকুমেন্টারী ফিল্ম কম্পিটিশনে" আপনিও অংশ নিতে পারেন । ১-১২ মিনিট দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য চিত্রটি ১লা এপ্রিল ২০১৪ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। বিস্তারিত দেখুন - http://www.connect4climate.org/ competition/ action4climate

সাপোর্টিং এন্টারপ্রেনেউরশিপ ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (সিড) 'লৈঙ্গিক সমতা এবং নারীদের ক্ষমতায়ণ' শীর্ষক অ্যাওয়ার্ড আহবান করছে। আবেদনের শেষ তারিখ : ৮ এপ্রিল, ২০১৪ । ৫০০০ ডলার সমমূল্যের এই অ্যাওয়ার্ড এর বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : http://ow.ly/tyr9E

রাজউক, আইএবি'র সহায়তায়, উন্মুক্ত স্থাপত্য নকশা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। মহাখালীতে রাজউকের কার্যালয় বহুতল বিশিষ্ট 'গ্রীন বিল্ডিং' নির্মানের লক্ষ্যে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নগদ ২৫০০ টাকার বিনিময়ে আইএবি অফিসে ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে পাওয়া যাবে । অংশগ্রহনের শেষ সময় ৯ ই এপ্রিল বেলা ৩ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত । বিস্তারিত দেখুন : www.iab.com.bd.

আর্ক এশিয়া স্টুডেন্ট জাম্বুরী ২০১৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৩-২৯ জুন, ২০১৪ তারিখে, মালেয়িশয়ার কুয়ালালামপুরে। ইন্টান্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া, গামবাকে অনুষ্ঠিত হবে সপ্তাহব্যাপী এ জাম্বুরী। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ কার্যালয়ে ।

আমরা যে পৃথিবী চাই

বাংলাদেশী তরুণদের কন্ঠস্বর ও ২০১৫ পরবর্তী বিশ্ব জানতে ভিজিট করুন : http://issuu.com/ unvbangladesh/ docs/ post-2015_bangla_ver

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ইট ভাটা রূপান্তরের সময়সীমা বাড়ল ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যন্ত

সরকারের বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষ আধুনিক প্রযুক্তি তথা হাইব্রিড হফম্যান কিলন, জিগজ্যাগ কিলন ও ভার্টিক্যাল শ্যাফট কিলন এবং অন্যান্য পরীক্ষিত উন্নত প্রযুক্তিতে ইট প্রস্তুত করা যাবে। তবে পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে এরূপ বিদ্যমান ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনীবিশিষ্ট ইটভাটাসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরের সময়সীমা ২ (দুই) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় সাপেক্ষে আগামী ৩০ জুন ২০১৪ খ্রিঃ সময় পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

www.bufbd.org

নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা/মতামত পাঠান buf@bufbd.org

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের অস্থায়ী কার্যালয় (আইডিবি ভবন, ১২তলা) আগারগাঁও থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত

ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ফেসবুক পেইজে Like দিন এবং নগরায়ণ সম্পর্কিত আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন www.facebook.com/BangladeshUrbanForum

ফেসবুক কর্নার

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অর্জন ব্যাপক এবং দৃষ্টান্তমূলক। এর উপরে আরো বিস্তারিত জানতে পড়ুন "The Economist and Lancet Views on Bangladesh: What's Missing?" ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন http://blogs.worldbank.org/ futuredevelopment/economist-and-lancet-views-bangladesh-what-s-missing

বাংলাদেশ ইয়ুথ এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঢাকা, চট্টগ্রামের মত শহরগুলোতে কি প্রভাব পড়বে ? বিস্তারিত জানতে বিশ্ব ব্যাংক প্রণীত 'দি ইমপ্যাক্ট অব ক্লাইমেট চেঞ্জ অন সিটিজ' প্রতিবেদনটি পড়ুন । ডাউনলোড করুন নিচের লিংক থেকে : http://byei.org/pdf/ Climate%20Change% 20Impact% 20on%20Cities.pdf

কেমন বাংলাদেশ চাই আমরা ?

২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে 'অতি দারিদ্র' বিমোচন করতে 'অতি দরিদ্রদের ইশতেহার' কর্মসূচীতে যোগ দিন । বিস্তারিত দেখুন http://issuu.com/eep.shiree/ docs/ manifesto _english __reduced_/ 1?e=4460133%2F5831765

ভূমিকম্প মোকাবেলায় আপনার প্রস্তুতি কেমন?

জাইকার কারিগরী সহায়তায় গণপূর্ত অধিদপ্তর 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাচারাল ডিজাস্টার রেজিসটেন্ট টেকনিকস অব কনস্ট্রাকশন এন্ড রেট্রোফিটিং ফর পাবলিক বিল্ডিংস' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন :http://www.pwd-cncrp.com.

সংগঠন সংবাদ অ্যাকটিভিস্তা হচ্ছে একশনএইড'র একটি আন্তর্জাতিক যুব নেটওয়ার্ক। সারা বিশ্বের ২৫টির বেশি দেশে একশনএইডের ৫০টির বেশি সহযোগি সংগঠন এবং কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে এ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। অ্যাকটিভিসতা বাংলাদেশ হচ্ছে এ আন্তজার্তিক নেটওয়ার্কের সক্রিয় অংশ এবং পাশাপাশি একশনএইড বাংলাদেশের যুব নেটওয়ার্কের নির্মাতা। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.facebook.com/ActivistaBangladesh

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় এর পূর্ণাঙ্গ কার্যালয় আইডিবি ভবন হতে আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ঢাকা জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৬২ পশ্চিম আগাঁরগাও, ঢাকা-১২০৭) ভবনের ১০ তলায় স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে।